মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd November, 2021

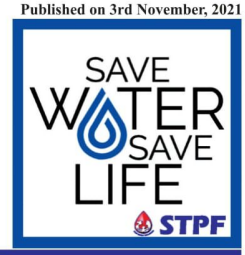

November, 2021 Volume-VII, Issue-IX | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

শুভেচ্ছা

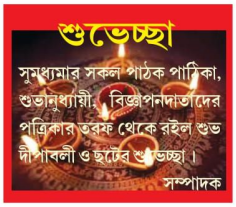

জীবনপথে ব্রাত্যজনে শ্যামা মায়ের দৃষ্টিদান

কুমারটুলিতে শ্যামামায়ের চক্ষুদান করছে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোর ঈষভ হাজরা ও শ্রেয়সী হালদার। পাশে রয়েছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং মৃৎশিল্পী চায়না পাল নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-পৃথিবীতে যাদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েকবছর, তাঁরাই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সঙ্গে কুমারটুলিতে লিখলেন ইতিহাসের প্রতিপাদ্য। ঈষভ হাজরা, শ্রেয়সী হালদার। মারণরোগ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত এরা দু'জন। প্রতি মাসেই এদের রক্ত নিতে হয় আরও কয়েকটা দিন পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ নেওয়ার জন্য। কুমারটুলিতে শিল্পী চায়না পালের মৃৎশিল্পের ছাউনিতে ২৬ অক্টোবর শ্যামা মায়ের চক্ষুদান করলেন এই দুই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোর-কিশোরী। এর আগে প্রতিমার চক্ষুদান নিয়ে কুমারটুলিতে এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। সাধারণত দেবী প্রতিমার চক্ষুদান করে থাকেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। তাঁদের হাতেই মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়। প্রতিমার খড়ের কাঠামো তৈরি থেকে মাটি লেপন পর্যন্ত মৃৎশিল্পীরা থাকেন শ্রমিক। পরবর্তীতে তাঁরা হয়ে যান শিল্পী। প্রতিমা যখন পূজিত হয় তখন মৃৎশিল্পীরা হয়ে যান ভক্ত। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তরা দিনের পর দিন তাগিদে লড়ে যাচ্ছে, লড়ছে

মাগো আলোর দৃষ্টি দাও

তাঁদের অভিভাবকরা। এরই মধ্যে এই মারণ রোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এইডসের মত রোগ। কারণ, রক্ত নেওয়ার মধ্যে দিয়ে রক্ত সংরক্ষণ এবং গ্রহণের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে অনেক জীবাণু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের শরীরে বাসা বাঁধে। সামাজিকভাবে এহেন ব্রাত্যজনেদের সুচিকিৎসার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন সার্বজনীন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আজ তাদেরকেই নিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন কুমারটুলিতে রচনা করল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। এই মারণরোগে আক্রান্তদেরও সর্বশক্তিমানের কাছে করুন আর্তি জীবনপথে সুস্থভাবে চলার জন্য 'মাগো আলোর দৃষ্টি দাও'। এই চক্ষুদানের মধ্যে দিয়ে কুমারটুলিতে তৈরি হল এক নতুন ইতিহাস। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে ৩৬৫ দিন কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। আগামীদিনে আরও বৃহত্তর পর্যায়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের।

এক পলকে দেশ

লক্ষ্য বদল

নয়াদিল্লি - পরিকল্পনা ছিল ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে দু'ডোজ টিকাকরণ শেষ করার। লক্ষ্য ছোঁয়া অসম্ভব ধরে নিয়েই সময়সীমা বদল করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আপাতত নভেম্বরের মধ্যে প্রথম ডোজ শেষ করতে হবে।

সফল অগ্নি ৫

নয়াদিল্লি-অগ্নি ৫-এর সফল উৎক্ষেপণ হল। ২৭ অক্টোবর ওড়িশার এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপে ক্ষেপনাস্ত্রটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর গতি সেকেন্ডে ৮০৬ মিটার।

গ্যাসও রেকর্ডের পথে

নয়াদিল্লি-এখন ১৪.২ কেজি এল পি জি সিলিন্ডারের দাম ৯২৬ টাকা। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত ও তেল সংস্থাগুলোর সিলিন্ডার প্রতি খরচ এবং আয়ের ব্যবধান বেড়ে ১০০ টাকা হয়েছে। ফলে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

কাশ্মীরে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সম্প্রতি কাশ্মীরে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখ সমাজের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রিয় সরকার। কাশ্মীর থেকে ফিরে আসছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ভূস্বর্গের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পেগাসাস নিয়ে তদন্ত কমিটি গড়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রিয় সরকার ফোনে আড়ি পাতার জন্য পেগাসাস স্প্যাইওয়ার কিনেছে কি না সেটাই ছিল মূল প্রশ্ন। জাতীয় নিরাপত্তাকে ঢাল করে কেন্দ্রিয় সরকার এই প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। সেকারণে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, প্রতিবার জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রেহাই মিলবে না। দেশের শীর্ষ আদালত নিজেই

পেগাসাস কাণ্ডে তদন্ত কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইজরায়েলে তৈরি পেগাসাস স্প্যাইওয়ার কেন্দ্রিয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার কিনেছে কি না, তা কাজে লাগিয়ে সরকার দেশের নাগরিকদের ফোনে আড়ি পেতেছে কি না, তদন্ত করে সেটাই দেখার অন্যতম কাজ সুপ্রিম কোর্টের। সরকারের আর্জি খারিজ হয়েছে।

এক পলকে রাজ্য

গোয়াতে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-গোয়াতে নতুন ভোর আসছে। ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় আড়াই দিনের সফরে গোয়া পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্যে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধিতে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করবেন তিনি।

ছাড় সবুজ বাজিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-'সবুজ বাজি' ফাটাতে বাধা নেই। কিন্তু প্রশ্ন তো শব্দকে ঘিরে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সময়সাপেক্ষে কালীপুজো, দীপাবলি এবং ছটপুজোতে 'গ্রিন ক্র্যাকার' ফাটাবার অনুমতি দিয়েছে।

খুলছে বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিডের কারণে দেড় বছরেরও কিছু সময় পর ফের রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলতে চলেছে। নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস শুরু হবে নভেম্বর মাস থেকে।

স্বাস্থ্যসাথীর বাধ্যতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সরকারি হাসাপাতাল তো বটেই, বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও মানতে হবে সরকারি নির্দেশ। কোনও রোগির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সেটা তৎক্ষণাৎ করে দিতে হবে।

মৃত ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তরাখণ্ডের লামখাগাপাসে এবং কানকাটাপাসে ট্রেনিংয়ে যাওয়া দশ পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর পুলিশকে কন্ট্রোল অফিস থেকে এখবর জানানো হয়েছে।

বাঙালির পাতে রসনা জাগাতে কবে ফিরবে পোস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-এখন এক কেজি পোস্তর দাম ২৩০০ টাকা। একজন দৈনিক ঠিকা শ্রমিকের চার দিনের আয়। কোথায় গেল সেই আলু ঝিঙে পোস্ত, পোস্ত বড়া, পোস্ত বাটা। বাঙালিরা বিশেষ করে এরাজ্যের মানুষেরা একটু পোস্তাসক্ত। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। সাধের পোস্ত খেতে গেলে এখন গ্যাটের একগাদা টাকা খরচ হয়ে যাবে। কেন এমন হল?

যে পোস্তদানা আমরা খাই, তা থেকে আফিম তৈরি হয়। ফলে পোস্ত চাষে কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি থাকে। আধপাকা ফলটাকে চিরে ফেললে এক ধরনের আঠালো তরল নির্গত হয় যা থেকে তৈরি হয়, মরফিন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ। সেই ওষুধ ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে ব্যবহার করা হয়। মরফিন চার প্রকারের। মরফিন থেকে তৈরি হয় হেরোইন। এর ফলে গোটা বিশ্বে পোস্ত চাষের কঠোর নিয়ম লাগু করা হয়। আমাদের দেশে আইনানুসারে চাষীরা তাদের উৎপাদিত পোস্ত বীজ এবং সেই আঠা কেবলমাত্র নার্কোটিক্স কন্ট্রোল

বোর্ডকে বিক্রি করতে পারেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ পোস্ত উৎপাদন করতে না পারলে তার লাইসেন্স রিনিউ করা হয় না। কিছু কিছু অসাধু চাষী পোস্ত দিয়ে মাদক দ্রব্য তৈরি করার কাজ করেন। আমাদের রাজ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে অল্পবিস্তর পোস্তর চাষ হয়। এরাজ্যে যেসব এলাকার পোস্ত নিয়ে বেআইনি কারবার হয়, সেখানে পুলিশও ঢুকতে ভয় পায়। ভারতে পোস্তর চাহিদা মেটায় আফগানিস্তান এবং মায়ানমার। এখন সেখানে গণ্ডগোল চলছে ফলে পোস্তর আমদানি প্রায় তলানিতে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা পোস্তর নতুন প্রজাতি 'সুজাতা' আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তা দিয়ে আফিম তৈরি হয় না। চাষীরা এই জাতীয় পোস্ত চারার সঙ্গে অন্য ধরনের পোস্তর চাষও করছেন। বাঙালির পাতে আবার সুলভে পোস্ত ফিরতে পারে যদি চাষীরা আইন মেনে চাষ করেন এবং সরকার এগিয়ে আসে। এই রাজ্যে অনেক জায়গায় তাহলে ব্যাপক আকারে পোস্তর চাষ করা যেতে পারে। অন্যরাজ্যে যদি এটা সম্ভব হয় তবে এরাজ্যে নয় কেন?

এখানে - ওখানে

পূজোয় নতুন জামাকাপড় প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-দশভূজার আবাহন থেকে বিসর্জন-এর প্রতিটি মুহূর্তই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কর্মকাণ্ড চালু ছিল। এই দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক মানুষদের নতুন জামাকাপড় দেওয়ার আনন্দটাই একটা বিশেষ অনুভূতির

কাজ করে। পুজোর আনন্দকে ভাগ করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ৬ অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত শহরের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষদের হাতে তুলে দিয়েছে নতুন জামা-কাপড়। এই পরিকল্পনা শুরু হয় ৬ অক্টোবর কুমারটুলি থেকে। এখানে মৃৎশিল্পীদের অধীনে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যেসব কারিগররা কাজ করতে আসেন, তাদের প্রত্যেক্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে রঙীন নতুন গেঞ্জি। শুধু কুমোরটুলিতেই নয় পরের দিন অর্থাৎ ৭ অক্টোবর কালিঘাটের পটুয়াপাড়াতেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে একই কর্মকাণ্ড চলেছে।

শহরের ছ'টি ক্লাবের সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন জামা-প্যান্ট। প্রত্যেকটি ক্লাবে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই বস্ত্র প্রদান কর্মসূচীকে রূপায়িত করা হয়েছে। নতুন মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জনসচেতনতা গড়ার কথা বলেন। এরপরেই শুরু হয় নাট্যানুষ্ঠান 'দেবীর মর্ত্যে আগমন'। এই নাটকের নির্দেশনা ও গ্রন্থনায় ছিলেন সঞ্জীব আচার্য্য।

নতুন জামা-কাপড় প্রদানের কর্মসূচীটি শুরু হয় বাগবাজার সৈকত মুখার্জি, ভারতীয় ফুটবল এজেন্টের অনুষ্ঠান দিয়ে। এরপর একে একে যুববৃন্দ (বিধাননগর রোড), ৩১৩,

৩৪৫-এর অধিবাসীবৃন্দ (বাগমারি), বৃন্দাবন মাতৃমন্দির (সুকিয়া স্ট্রিট), সিমলা স্পোর্টিং ক্লাব (বিবেকানন্দ রোড) এবং আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির (গোয়াবাগান) মঞ্চে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এরপর সাউথ সিঁথিতে নবজাতকের উদ্যোগে বস্ত্রপ্রদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দশমীর দিন বাবুঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় বিসর্জনের জন্য উপস্থিত প্রান্তিক মানুষদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় রঙীন গেঞ্জি।

সাড়া জাগিয়ে সম্পন্ন হল সেরাম শারদ সম্মান ২০২১

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদ সম্মান ২০১১ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং একই সাথে কোভিড ১৯ নিয়ে উৎসবমুখী মানুষদের জাগ্রত কাজটা সুনিপুণভাবে করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

বিচারকদের তুল্যমূল্য বিচারে এবার কলকাতা উত্তর সেরা প্রতিমার শিরোপা পেয়েছে চোরবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব। সেরা ভাবনা ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েছে সিকদার বাগান সাধারণ দুর্গোৎসব। স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজোর পুরস্কার পেয়েছে উল্টোডাঙ্গা বিধান সংঘ এবং সেরা সমাজ বন্ধু হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপূজা কমিটি। কলকাতা পূর্বে সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজো এবং সেরা সমাজবন্ধু বিভাগে যথাক্রমে পুরস্কার জিতে নিয়েছে এ কে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীবাসীবৃন্দ, দমদম পার্ক সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবং কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন (পশ্চিম) অধিবাসীবৃন্দ। কলকাতা দক্ষিণে পুরস্কার প্রাপকরা হল রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ, ৯৫ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি পল্লী উন্নয়ন সমিতি এবং গল্ফগ্রীণ শারদোৎসব কমিটি। কলকাতা পশ্চিমের সেরাম শারদ সম্মান পেয়েছে যথাক্রমে বড়িশা ক্লাব, আলিপুর ৭৮ পল্লী, আদর্শপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং সাবর্ণপাড়া বড়িশা সার্বজনীন। হাওড়াতে সেরা প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছে ব্যাঁটরা নবীন সংঘ, সেরা ভাবনা বিভাগে জয়ী হয়েছে হাজার হাত কালীতলা সাধারণ দুর্গোৎসব, স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজোর পুরস্কৃত করা হয়েছে সালকিয়া ছাত্র ব্যায়াম সমিতি এবং সেরা সমাজ বন্ধু বিভাগে জয়ী হয়েছে ইছাপুর মিতালি সংঘ।

সপ্তমী পুজোর সকালে এবং মহা অষ্টমীর সকালে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে সুদৃশ্য মেমেন্টো এবং নগদ মূল্য তুলে দেওয়া হয়েছে। সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর পক্ষ থেকে পুরস্কার বিতরণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, বলিউডের সাড়া জাগানো অভিনেতা আসরানী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পুজোর উৎকর্ষতার বিচারে সেরাম শারদবরণ, ২০২১-এর সেরাম নামের তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী পুরস্কারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। আর উৎকর্ষ পুজোর সংখ্যা সীমাহীন।

এবারের সেরাম শারদবরণ-এর প্রধান উপজীব্য স্লোগান ছিল 'পুজো হোক আনন্দময়, ভ্যাকসিন এ জীবন জয়'। এই ইভেন্টের শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছিল প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দু'জনকে বিনামূল্যে সেরাম-এর ভ্যাকসিন সেন্টার থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। কারণ দুর্গাপূজার মত একটা বড় মাপের উৎসবকে এই সংগঠন গণসচেতনতার প্রচার ও প্রসার উৎসব হিসেবেই দেখে।

(ছবি ৮-এর পাতায়)

পুজো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, ৩৩ নং পল্লীবাসীবৃন্দ, স্বপ্নার বাগান যুবকবৃন্দ, লালাবাগান নবাঙ্কুর, ১৭ পল্লী সাধারণ দুর্গোৎসব, খিদিরপুর শিবতলা অমর সংঘ, ডানলপ সার্বজনীন দুর্গাপূজা এবং দেশপ্রিয় স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপূজার উদ্বোধন করলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। প্রত্যেকটি পুজো প্যান্ডেলেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তিনি।

গল্পের বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি-আবার বিভিন্ন স্বাদের গল্পের ডালি নিয়ে ২ অক্টোবর ডঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যের লেখা নতুন বই 'আক্রোশ এবং অন্যান্য গল্প'-এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সেরাম

অডিটোরিয়ামে। বইটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন লেখক স্বয়ং, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনার প্রকাশক তাপস বসু। লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন ডঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য। একাধারে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার অন্যদিকে একজন সুলেখক।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৃন্দাবন বোস লেন নেতাজী তরুণ সংঘের উদ্যোগে ২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৩০ অক্টোবর সেরাম অডিটোরিয়ামে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে আগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং রাধাকান্ত নন্দী স্মৃতি সংস্থার

সহযোগিতায় ২৯ সেপ্টেম্বর সেরাম অডিটোরিয়ামে দুঃস্থ শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল খাবারের প্যাকেট। এই কোভিড আবহে একাধিকবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

পৃষ্ঠা-২

শিশির ভেজা সাঁঝে মৃৎশিল্পীদের সম্মান জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেবীপক্ষের প্রাক্কালে ৫ অক্টোবর বিকেলে সাতজন প্রথিতযশা মৃৎশিল্পীকে সম্বর্ধনা দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজায় যাদের হাতে তৈরি দেবী প্রতিমা দেশে এবং বিদেশের পুজো

মণ্ডপে পূজিত হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে এদিন সংবর্ধিত করা হল। সম্মানিত সকল শিল্পীদের ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম সবই কুমোরটুলিতে। মৃৎশিল্পীদের সংগঠন কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতিতে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ডাক ও তার বিভাগের সৌজন্যে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রকাশিত মাই স্ট্যাম্পের একটি করে ছবি। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, দুর্গাপূজার প্রাক্কালে মৃৎশিল্পীদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। শিল্পীদের সাথে সাথে কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সংস্কৃতি সমিতিকে সম্বর্ধনা জানায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

মৃৎশিল্পীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এদিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শিল্পী গোবিন্দ পাল, সতীশ পাল, অমরনাথ ঘোষ, রামচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র পাল, গোপালচন্দ্র সরকার এবং মায়ারানী পালকে। এদের তৈরি প্রতিমা, শোলার সাজ এবং গহনা দেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে। অনেক সম্মানও পেয়েছেন তাঁরা।

মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২

অক্টোবর সেরাম অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী কাউন্সেলর জয়তী মুখার্জি।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

মহাকাশে শুটিং

মস্কো-মহাকাশে শুটিং সমাপ্ত করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরলেন নায়িকা এবং পরিচালক। প্রায় বারো দিন ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে শুটিং করলেন রুশ অভিনেত্রী ইউলিয়া পেরেসিল্ড, প্রযোজক পরিচালক ক্লিম শিপেঙ্কো এবং মহাকাশচারী ওলেগ নোভিৎস্কিকে। ১৭ অক্টোবর স্থানীয় সময় সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে কাজাকাস্তানের রিকভারি সাইটে নেমে আসে সয়ুজ এম এস ১৮ মহাকাশযানের রি-এনট্রি মডিউল। 'দ্য চ্যালেঞ্জ' ছবির শুটিং হল মহাকাশে। এই প্রথম কোনও ছবির শুটিং হল মহাকাশে। এই ছবির বাকি শুটিং পৃথিবীর মাটিতে হবে।

ছাড়া পেলেন ক্লিন্টন

কালিফোর্নিয়া-গত ১২ অক্টোবর থেকে রক্তের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার আর্ভিন মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি ছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। গত ১৭ অক্টোবর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ক্লিন্টন।

আখুন্দজাতা মৃত

কাবুল-দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৫ অক্টোবর তালিবান জানিয়েছে, গতবছরই তাদের শীর্ষনেতা হিবাতুল্লা আখুন্দজাদার মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছেন আখুন্দজাদা।

প্রয়াত পাওয়েল

ওয়াশিংটন-প্রতিষেধকের দুটি ডোজ নেওয়ার পরেও কোভিড সংক্রান্ত জটিলতাতে মৃত্যু হল আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বিদেশসচিব কলিন পাওয়েলের (৮৪)। তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

খেলোয়াড়ের মুণ্ডচ্ছেদ

কাবুল-আফগানিস্তানে যা হওয়ার আশঙ্কা ছিল তাই হচ্ছে। প্রকাশ্যে

হাকিমি

রাস্তায় গুলি করে খুন, ট্রাকের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া, মেরে প্রকাশ্য রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা, গত দু'মাসে সবকিছুই দেখেছেন আফগানরা। এবার আফগানিস্তানের জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের জুনিয়র টিমের সদস্য মেহজারিন হাকিমির মাথা কেটে হত্যা করা হল। একটি বিদেশি দৈনিকের কাছে এখবর জানিয়েছেন হাকিমির কোচ। এরকম ঘটনা যে ঘটবে তা জেনেই দলে দলে আফগানরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। আফগানিস্তানে এখন গান-বাজনা, খেলাধূলো সব বন্ধ।

নাম বদল

ওয়াশিংটন-নানারকম ঝামেলার মুখে পড়ে নাম বদল করতে চাইছে ফেসবুক। আমেরিকার প্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি ব্লগে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই সম্ভাবনার কথা। মার্ক জাকারবার্গকে বিভিন্ন দেশে তদন্তের মুখে পড়তে হচ্ছে। মেটাভার্সের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ফেসবুক। মেটাভার্স হল, এমন একটি ডিজিটাল দুনিয়া যেখানে মানুষ একটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তথা মায়াজগতে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

আই এস হামলার আশঙ্কা

ওয়াশিংটন-আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকায় হামলা চালাতে পারে আই এস আইয়ের আফগান শাখা খোরাসান। এরকমই সূত্র মারফত খবর মিলেছে সেই দেশের প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তাদের কাছে। একথা জানিয়েছেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব কলিন কাল। এই বিষয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই বলে জানিয়েছেন কলিন। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকান সৈন্যরা আফগানিস্তান ছাড়ার পর শক্তি বাড়াচ্ছে ওই দল। বিষয়টি কখনই হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না।

সাগরপারের টুকিটাকি

পাকিস্তানকে অনুদান

ইসলামাবাদ-সৌদি আরবের তরফ থেকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৪২০ কোটি ডলার আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী একথা জানিয়েছেন।

তিব্বতের জন্য

বেকিং-চিনের শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের ওপরে অত্যাচারের অভিযোগে আমেরিকা ব্রিটেন, কানাডা ওয়াং জুনঝেংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা করেছিল। তাঁকেই তিব্বতের দলীয় প্রধান ঘোষণা করল চিনা কমিউনিস্ট পার্টি।

হাসিনার কঠোর নির্দেশ

মৌলবাদী হিংসার প্রতিবাদে ঢাকায় লেখক শিল্পীদের মানববন্ধন।

ঢাকা-দেশজুড়ে প্রতিবাদ এবং আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগের মধ্যে মৌলবাদী হামলা বন্ধে কঠোরতম মনোভাব নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঢাকায় ১৯ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ। এখানে সব ধর্মের মানুষ তাদের ধর্ম পালন করবেন স্বাধীনভাবে। আমাদের সংবিধানেও সেই নির্দেশনা দেওয়া আছে। ইসলাম ধর্মও সেই কথাই বলে।' রাষ্ট্রপুঞ্জের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পোর পরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানালও বাংলাদেশে হিংসার নিন্দা করে সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশে সরকারের কাছে। কুমিল্লায় অশান্তি ছড়ানোর প্রধান অভিযুক্ত ইকবাল হোসেনকে ২১ অক্টোবর কক্সবাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আকাশগঙ্গার বাইরে ফের গ্রহের খোঁজ

নাসা- মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বাইরে এই প্রথম নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহের খোঁজ পেল আমেরিকান মহাকাশ সংস্থা নাসা। এই গ্রহটির খোঁজ দিয়েছে নাসার 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'। ওই দেশের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এম ৫১ ছায়াপথে রয়েছে গ্রহটি। 'নেচার অ্যাস্ট্রনমি' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণাপত্র। এম ৫১ একটি সর্পিলাকার ছায়াপথ। এর চেহারার জন্য তার নাম হয়েছে ওয়লপুল গ্যালাক্সিও। এই ধরনের গ্রহকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'এক্সোপ্ল্যানেট' বলা হয়। বিজ্ঞানী রোসেন ডি স্টেফানো জানিয়েছেন, এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাহায্যে আমরা নতুন জগতের সন্ধান চালাচ্ছি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্যান্য ছায়াপথেও সম্ভাব্য গ্রহদের খুঁজে পাওয়ার কাজটা সহজ হবে। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নাসা আবিষ্কৃত এই গ্রহটি বাইনারি সিস্টেমে রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে একটি কৃষ্ণ গহ্বর। নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের থেকে প্রায় ২০ গুণ বড়ো। এটা আবার শনি গ্রহের সমান। আমাদের সূর্য থেকে শনির যা দূরত্ব, তা দ্বিগুণ ব্যবধানে পরিক্রমা করছে এই গ্রহটি। ফলে এর কক্ষপথও যথেষ্ট বড়ো। এরা প্রত্যেকেই আকাশগঙ্গার সদস্য।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ স্ক্রাব টাইফাস সম্বন্ধে জানতে চাই। *জয়ন্ত সাহা, শিলিগুড়ি*

উঃ এটি একটি অসুখ যার সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হল ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI। এর বাহক (VECTOR) হল TROMBI CULID MITE এর লার্জ (CHIGGERS)। এই CHIGGERS রা জঙ্গল এবং গ্রাম্য জায়গায় ইঁদুরজাতীয় প্রাণীদের দেহ থেকে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। মানুষকে CHIGGERS কামড়ালে এই অসুখ হতে পারে। এই অসুখ প্রধানতঃ হয় জাপান, কোরিয়া, চীন, ভারত, উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জায়গায়।

CHIGGERS কামড়াবার 6 থেকে 21 দিন পরে (INCU BATION PERIOD) এই অসুখের উপসর্গগুলি দেখা দেয়। যেমন—জ্বর, কাঁপুনি, মাথাব্যথা এবং সারা শরীরের LYMPH NODES ফুলে যাওয়া। কামড়াবার জায়গায় ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয়। শরীরে দাগ (RASHES) দেখা দেয়। কাশি হতে পারে। কখনও বা নিউমোনিয়া হয়।

সাংঘাতিক রোগ হলে হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, এবং আমসত্ত্ব অবস্থা, পেশীর খিঁচুনি প্রভৃতি হতে পারে। প্লীহা বৃদ্ধি পেতে পারে (SPLENOMEGALY) এবং INTERSTIT‡AL MYO CARDITIS হতে পারে। চিকিৎসা না হলে জ্বর, দু'সপ্তাহ তার বেশি থাকতে পারে। তারপর আসতে আসতে কমে যায়। চিকিৎসা করলে খুব তাড়াতাড়ি, সাধারণত, ৩৬ ঘন্টার মধ্যে, জ্বর কমে যায়।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) : (১) উপসর্গ থেকে (২) RASH-এর বায়োপ্সি থেকে। FLUO ROSCENT ANTI BODY STAINING প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। (৩) ACUTE AND CONVALESCENT SEROLOGIC TESTING (৪) PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

চিকিৎসা (Treatment) : ডক্সিসাইক্লিন (DOXY CYCLINE) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে খুব ভালো কাজ হয়।

প্রতিরোধ (Prevention) : ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং Insecticide Spray করার মাধ্যমে এই রোগ থেকে দূরে থাকা যায়।

প্রঃ জিঙ্ক আমাদের শরীরে কি কাজে লাগে? কি কি খাবার থেকে জিঙ্ক পাওয়া যায়?

রিনা চ্যাটার্জি, সল্টলেক

উঃ জিঙ্ক হল একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ (Mineral) যা আমাদের শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন হয়। এটি আমাদের বিভিন্ন উৎসেচকের (Enzymes) কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুস্থ ইমিউন সিস্টেম, ঠিকঠাক ডি এন এ তৈরীর জন্য, শৈশবে, সঠিক বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষত সারাবার জন্য জিঙ্ক দরকার হয়। জিঙ্ক টি লিম্ফোসাইটকে (T Lympholytes) উদ্দীপ্ত করে, যা হল আমাদের ইমিউন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জিঙ্কের অভাবে ইমিউন সিস্টেমের কাজ ব্যহত হয়।

সর্দিকাশি, ডায়ারিয়া প্রভৃতিতেও জিঙ্ক কার্যকরী বলে দেখা গেছে।

উৎস (Sources) : মাংস, বিনস, মাছ, দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy Products), সামুদ্রিক খাবার, দানাশস্য, নাটস প্রভৃতি।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ১১ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ৩ থেকে ৮ মিলিগ্রাম।

জিঙ্কের অভাবজনিত কারণে এইসব দেখা দেয়—খিদে কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা, ক্ষত শুকোতে দেরি হওয়া, বৃদ্ধি কমে যাওয়া, বুদ্ধি কমে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি।

গর্ভাবস্থায় জিঙ্কের অভাব হলে সমস্যা হতে পারে।

আবার বেশীমাত্রায় জিঙ্কও শরীরের ক্ষতি করতে পারে। বেশীমাত্রায় জিঙ্ক থেকে এইসব হতে পারে—বমি, বমিভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি।

প্রঃ এখন তো ভ্যাক্সিন নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে। এই 'ভ্যাক্সিন' ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হয়।

অশোক সান্যাল, রাজার হাট

উঃ টিকা বা ভ্যাক্সিন (Vaccine) হল জিনিস যা পরীক্ষা প্রবেশ করালে কোন সংক্রামক অসুখের (Infectious Disease) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সাধারণতঃ থাকে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর মত জিনিস এবং এটি তৈরি করা হয় দুর্বল বা মৃত জীবাণু, এর বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) অথবা তার শরীরের প্রোটিন (Surface Protein) থেকে। এটা আমাদের শরীরের Immune System কে উদ্দীপ্ত করে, যা ঐ পদার্থকে বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ধ্বংস করে আর ভবিষ্যতেও ঐ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তাকে চিহ্নিত করে ও ধ্বংস করে। ভ্যাক্সিন Phophylactic (জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যা Thera peutic হতে পারে।

শরীরে ভ্যাক্সিন প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে বলে Vaccination। বিভিন্ন অসুখের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। যেমন—পোলিও, টিটেনাস, টাইপয়েড, চিকেনপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

প্রথম ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করেছিলেন ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর প্রচেষ্টাতেই Small Pox -এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের (Rabies) ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন।

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা ঠিকঠাক রাখার জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সঠিক তাপমাত্রায় ভ্যাক্সিন সাধারণতঃ দেওয়া হয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে, আর কখনও বা মুখে খাওয়ার (যেমন—Oral Polio Vaccine)।

ভ্যাক্সিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (Side Effects)—ইঞ্জেকসনের জায়গায় ব্যথা, ফোলা বা লালভাব হতে পারে, অল্প জ্বর, ক্লান্তি, পা হাত পা ব্যথা, মাথাব্যথা প্রভৃতিও হতে পারে। এগুলি সাধারণত অল্প মাত্রায় হয় এবং তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। গুরুতর সমস্যা খুব কমই দেখা দেয়। *(পূর্নমুদ্রণ)*

পৃষ্ঠা-৩

সম্পাদকীয়

সীমাহীন লজ্জা

এ লজ্জা ঢাকার নয়। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আমাদের দেশের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা দেখে চোখ বন্ধ করে থাকাটা খুব সহজ নয়। অপুষ্টি, ক্ষুধার্ত মানুষের হিসেবে ভারতের স্থান এখন বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পেছনে। ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১ তম স্থানে। এই মূল্যায়নে আমাদের সকলের লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হওয়ার কথা। অতিমারির ফলে অনেক দেশের জীবন ও অর্থনীতি বিপাকে পড়েছে কিন্তু বহু দেশ তাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে অটুট রেখেছে। আমাদের দেশে অপুষ্ঠির হার উর্দ্ধমুখী। এই ব্যর্থতা থেকে প্রতিকারের উদ্যোগ নেবে ভারত সরকার, এটাই কাঙ্খিত। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে এরকমই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের গণতন্ত্র শুধু ভোটপর্বেই সীমাবদ্ধ। এই ভোট পর্ব পেরিয়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দিকে এগোতে পারে নি দেশ। ফলস্বরূপ বিভ্রান্তির মায়াজালে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা অব্যাহত। তথ্য ও পরিসংখ্যানে কারচুপি করাটা আমাদের দেশের একটা চলমান ব্যবস্থা বলা চলে। কোভিডে আক্রান্ত এবং মৃত্যু, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত এবং মৃত্যু, খরা ও বন্যায় আক্রান্ত ও মৃত্যু, শস্যহানি, ঘর-বাড়ি ধ্বংস প্রভৃতির হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া হয়ে থাকে। যে জিনিসটি করলে প্রশাসনের ওপর চাপ আসতে পারে, সেটাকেই আড়াল করে হিসেব প্রকাশ করা হয়। মহিলা ও শিশুমন্ত্রক থেকে আপত্তি উঠেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্থা সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই সূচক প্রস্তুত করেছে। এটি কোনও বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়। উল্টোদিকে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির বক্তব্য, এই সূচক তৈরি করা হয়েছে খাদ্য উৎপাদন, ক্রয় এবং অপুষ্ঠির নানাবিধ সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানের সাহায্যে। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হচ্ছে, এর পদ্ধতি নিয়ে ভারত সরকারের তরফে কখনও প্রশ্ন ওঠে নি। আজকে প্রশ্ন উঠছে কেন? ফল খারাপ হয়েছে বলে কী?

শিশু অপুষ্ঠি, নাগরিকদের কর্মহীনতা, ক্রয়ক্ষমতা এবং বিবিধ বিষয়ে যখনই নেতিবাচক ফল দেখা দিয়েছে, তখনই ভারত সরকার সেই সমীক্ষার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সরকারি রিপোর্ট অপ্রকাশিত থেকেছে। আন্তর্জাতিক রিপোর্টকে খারিজ করা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত বিবিধ জাতীয় সমীক্ষায় যে সব আভাষ পাওয়া গেছে, তাতে ক্ষুধার বৃদ্ধিকে কোথাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি। পঞ্চম জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ, বিগত পাঁচ বছরে শিশুর অপুষ্টি কমে নি বরং বেড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের জন্য মানুষ পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করছেন। এছাড়া বেকারত্ব বেড়েছে। মজুরি কমেছে—এসব তো আছেই।

এই অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলো মানুষের বিপদ কমাতে পারতো। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা খাতে কেন্দ্র অর্থের বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে অপুষ্টি বাড়বেই। বৃথা তর্ক, যুক্তির জাল বোনা বন্ধ করে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কর্তব্য পালন করলেই সমস্যা কমবে। নাগরিকদের ক্ষুধা ও পুষ্টির ব্যবস্থা না করতে পারার লজ্জা সীমাহীন।

দুঃখ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়। (২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার। (৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নেই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল-যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	বই পড়াকে যথার্থ যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।
প্রমথনাথ বিশী	—	পরচর্চা—অন্য সর্বপ্রকারে বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র সুখ।
সমর সেন	—	নষ্ঠনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে রক্তমাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।

মাসতামামি

১ নভেম্বর — বাংলাতে শ্রমিক ও কৃষকদের পার্টি তৈরি হল ১৯২৫
হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করল আমেরিকা ১৯৫২
দীনবন্ধু মিত্রের প্রয়াণ ১৮৭৩

২ নভেম্বর — ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম ১৮৩৩
জর্জ বার্নাড শ-এর প্রয়াণ ১৯৫০

৩ নভেম্বর — পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৬৬
রকেটে করে মহাকাশে গেল কুকুর 'লাইকা' ১৯৫৭
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮

৪ নভেম্বর — চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫

৫ নভেম্বর — চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম ১৮৭০
অক্টোবর বিপ্লবের ডাক দিলেন লেনিন ১৯১৭

৬ নভেম্বর — তিতুমীরের জন্ম ১৭৮২
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলেন জ্যোতি বসু ২০০০

৭ নভেম্বর — নভেম্বর বিপ্লব দিবস
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম ১৮৮৮

৮ নভেম্বর — এক্স-রে আবিষ্কার ১৮৯৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ ও ১০০০ টাকা নোট বাতিল করলেন ২০১৬

৯ নভেম্বর — ছৌ নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার প্রয়াণ ২০০২

১০ নভেম্বর — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতাতে বিক্রি করা হল ১৬৯৮

১১ নভেম্বর — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯১৮

১২ নভেম্বর — বাংলায় প্রবল ঝড়ে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯১৭

১৩ নভেম্বর — নোবেল প্রাপক লুইস স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০

১৪ নভেম্বর — আফগানিস্তানে প্রবেশ করল মার্কিন সেনা এবং কাবুলের দখল নিল ২০০১

১৫ নভেম্বর — সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুণ্ডার জন্ম ১৮৭৫
গান্ধীজির হত্যাকারীর সাজা ১৯৪৯

১৬ নভেম্বর — লেখক জোসে আরামেগোর জন্ম ১৯২২

১৭ নভেম্বর — স্বাধীনতা সংগ্রামী বিষ্ণু পিংলের ফাঁসি
প্রথম কোভিড আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গেল চিনের উহানে ২০১৯

১৮ নভেম্বর — ভাষাবিদ প্রবোধচন্দ্র বাগচির জন্ম ১৮৯৮
ভারতে বাঘকে জাতীয় পশুর আখ্যা ১৯৭৩

১৯ নভেম্বর — ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের জন্ম ১৮২৮
মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০
এক হাজার গোল করলেন ফুটবল সম্রাট পেলে ১৯৬৯
সুরকার, গীতিকার, শিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫
ডালহৌসী স্কোয়্যারের নাম বদল করে হল বিনয় বাদল দীনেশ বাগ ১৯৬৯

২০ নভেম্বর — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬
কালিকটে পৌঁছলেন ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮

২১ নভেম্বর — ভারতে পোস্টাল স্ট্যাম্প চালু হল ১৯৪৭
বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি আলিপুর জেলে ১৯০৮
ভারত-চিন যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা ১৯৬২

২২ নভেম্বর — গুলি করে হত্যা করা হল প্রেসিডেন্টকে কেনেডিকে ১৯৬৩
ইংল্যান্ডে আত্মহত্যা করলেন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৭৪

২৩ নভেম্বর — গ্রেপ্তার করা হল কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯২২
ব্যালেস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপন পরীক্ষায় সফল হল ভারত ২০১২
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোসের প্রয়াণ ১৯৩৭

২৪ নভেম্বর — ডারউইনের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হল ১৮৫৯
অল ইন্ডিয়া খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দিল্লিতে ১৯১৯
বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারির কলেজ স্থাপন ১৮৫৬

২৫ নভেম্বর — সুরিনামের স্বাধীনতা ১৯৭৫
ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়াণ ২০১৬

২৬ নভেম্বর — মুম্বাইতে জঙ্গী হানা ২০০৮
ভারতের সংবিধান স্বাক্ষরিত হল ১৯৪৯

২৭ নভেম্বর — প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করলেন লেবেদফ ১৭৯৫
নোবেল পুরস্কারের জন্য তহবিল গঠন করতে উইল করলেন আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৫

২৮ নভেম্বর — ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তেহরানে বৈঠক করলেন রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্ট্যালিন ১৯৪৩

২৯ নভেম্বর — জে আর ডি টাটার প্রয়াণ ১৯৯৩

৩০ নভেম্বর — আমেরিকার স্বাধীনতার স্বীকৃতি পত্র স্বাক্ষর হল প্যারিসে ১৭৮২
বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৫৮
লেখক জনাথন সুইফটের জন্ম ১৬৬৭
উইনস্টন চার্চিলের জন্ম ১৮৭৪
কবি বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮
ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের জন্ম ১৯৩১
পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৬৭

অঙ্কের হিসেব করতে গিয়ে পাগল গণিতবিদরাও

পারিজাত বোস

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোটি লিখতে গেলে কটা শূন্য? আচমকা প্রশ্ন করলে উত্তর আসতে একটু সময় লাগবে। শূন্য দিয়ে কোটি লিখলে সে টাকা বা টীকা হোক, একটু ধন্দ তো লাগবেই। ২০২১ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে টিকাকরণ শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রের দাবি, মাত্র ২৭৮ দিনের মধ্যে ১০০ কোটির মাইল ফলক ছুঁয়ে ফেলেছে দেশ। এই উপলক্ষ্যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন (২১ অক্টোবর)। এদিন সন্ধ্যায় দেশের উল্লেখযোগ্য ১০০টি স্মৃতিসৌধ আলোকিত করা হয়। সাফল্য উদ্‌যাপনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফিল্ম শো এবং গানের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

একটা বৃহৎ সংখ্যা সবসময়ই একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সেকারণেই যখন টিকার ১০০ কোটিতম ডোজটি দেওয়া হল, তখনই ১৪০ কোটি ভারতবাসীর মনের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল এই সাফল্যগাঁথা। এই বিশাল প্রচারযজ্ঞের ছটায় আন্তর্জাতিক মহলও নড়েচড়ে বসেছে। বিবিসি নিউজ, সি এন বি সি নিউজ, নিউইয়র্ক টাইমস প্রভৃতিতে ভারত সরকারের এই সাফল্যকে তুলে ধরা হল বিশেষভাবে।

এবার ১০০ কোটির হিসেবটাকে একটু ভেঙ্গে দেখা যাক। দেশে প্রথম পর্যায় টিকা দেওয়া হয়েছিল। দেশে প্রথম ধাপে টিকা দেওয়া হয়েছিল ৪৫-৬০ উর্দ্ধে মানুষদের। পরের ধাপে দেওয়া হচ্ছে ১৮-৪৫ বছর বয়সীদের। দেশে এই দ্বিতীয়ধাপের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি। জনসংখ্যার এই অংশটিকে নিয়ে যদি গণটিকাকরণের প্রস্তুতি জোরকদমে নেওয়া হয় তবে ১০০ কোটির লক্ষণরেখাকে ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব। আবার এই অংশের মধ্যে সংখ্যক মানুষকে বাস্তবে টিকাকরণের আওতায় আনা হল। বি বি সি-র পক্ষ থেকে এর আগে একটি খবরে বলা হয়েছিল ৪৫ বছরের উর্দ্ধে প্রায় ৭ কোটি মানুষ এখনও পর্যন্ত টিকার একটি ডোজও পাননি। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ২৩ অক্টোবর, ২০২১-এর হিসেবে

৩০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পুরো ডোজ টিকা পেয়েছেন। হার্ড ইমিউনিটির জন্য মোট জনসংখ্যার ৭০-৮৫ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ প্রয়োজন। একটি করে ডোজ পেয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা ৫২ শতাংশ। অংশিক টিকাকরণের ফলে ভ্যাকসিন নিয়ে দোটানা মনোভাবের সংখ্যা খুব কম। ১৮-এর নিচে থেকে শিশুদের টিকাকরণের কাজ এখনও শুরু হয়নি। তৃতীয় ঢেউয়ে এদের সংক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশি। রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানে বলা প্রয়োজন, ১০০ কোটি ডোজের সংখ্যার থেকে বেশি জরুরি কত বলা হয়েছে, দেশে মোট ১০১ কোটি ৩০ লাখ ২৮ হাজার ৪১১ জনের টিকাকরণ হয়েছে। অন্য একটি সূত্রের (Our World in Data) হিসেবে বলা হচ্ছে দেশে ৩০ কোটির কাছাকাছি মানুষের দুটি ডোজের পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে। এর মোট জনসংখ্যার ২১.৩ শতাংশ।

দেহে স্বল্প পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সংক্রমণ যত বেশি, সার্স কোভ-২ ভাইরাসকে তত বেশি মিউটেশনের সুযোগ দেওয়া হবে। এর ফলেই বেশি সংখ্যক মানুষের টিকাকরণ অত্যন্ত জরুরি।

সমগ্র পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত মোট টিকাকরণ হয়েছে ৩৭ শতাংশ মানুষের। আংশিক টিকাকরণ হয়েছে ১২ শতাংশের। টিকা এখনও পাননি ৪৮ শতাংশ মানুষ। বঞ্চিতদের মধ্যে বেশিরভাগই আফ্রিকার মানুষ। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। হাতে রয়েছে দু'মাস সময়। সরল পাটিগাণিতিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন গড়ে ১.৫১ কোটি জনকে টিকা দিতে হবে। ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর দৈনিক গড়ে ৩৯ লাখ করে টিকাকরণ হয়েছে। অতীতের ছবি বলছে, ১৯৯৭ সালে জানুয়ারি মাসে দেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা একদিনে ১২ কোটি ৭০ লাখ শিশুকে পোলিওর টিকা দিয়েছিলেন। পরের বছর একদিনে ১৩ কোটি ৪০ লাখ শিশুর টিকাকরণ হয়েছিল। এখন দেশে তিন ধরনের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন এবং স্ফুটনিক ডি। ল্যানসেটের তথ্য বলছে, সিরাম ইনস্টিটিউট এবং ভারত বায়োটেক সর্বাধিক দৈনিক ১০ কোটি এবং ৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করতে সক্ষম। এবার অঙ্কটার উত্তর বলছে, এবছরের মধ্যে দেশে সর্বজনীন টিকাকরণ সম্ভব নয়। আবার কেন্দ্রিয় সরকার টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করেছে। কারণ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনোভাবেই সারাদেশে দু'ডোজ টিকাকরণ সম্পন্ন করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আরো নীচে নামল ভারত

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত ১৪ই অক্টোবর ২০১১ সালের ক্ষুধা সূচকের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতের স্থান গত বছরের চেয়েও নীচে নেমে গেছে। ভারতের স্থান ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১ এ। গত বছরের ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ছিল ১০৭টি দেশের মধ্যে ৯৪ তম। উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরেই ভারত কিন্তু ক্ষুধা সূচকে ক্রমাগতভাবে নীচে নেমে আসছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশের স্থানগুলিও ভারতের চেয়ে ভাল। যেমন—পাকিস্তান ৯২, নেপাল এবং বাংলাদেশের স্থান একই, তা হল ৭৬। আর শ্রীলঙ্কা এ বিষয়ে সবসময়েই বেশ উঁচুতে থাকে। এবারে তার স্থান ৬৫।

ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়াঃ

প্রায় সবাইকেই বিস্মিত করেছে ভারত সরকারের এই ক্ষুধা সূচকের বিষয়। ভারত সরকারের এই ক্ষুধা সূচক এর বিষয়। ভারত সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন (FAO) এর দেওয়া হিসাব অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। কেবল চারটি বিষয়ের ওপর টেলিফোনের মাধ্যমে ওপিনিয়ন পোল নিয়ে এই ক্ষুধা সূচক তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করে মন্ত্রক। মন্ত্রকের মতে, বাস্তবের সঙ্গে এই সূচকের মিল নেই।

কীভাবে মাপা হয় ক্ষুধা সূচক?

ক্ষুধা সূচক কোন হাল্কাভাবে মাপার বিষয় নয়। চারটি বিষয় নিয়ে এই সূচক মাপা হয়। এই চারটি বিষয় হল অপুষ্টি, শিশুদের বয়সের তুলনায় ওজন (ওয়েস্টিং), শিশুদের বয়সের সাথে উচ্চতা (স্টানটিং) এবং শিশুদের মৃত্যুর হার। অপুষ্টির অর্থ হল যে কোন বয়সেই প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাওয়া। এটার ওপর গুরুত্ব হল মোট ১০০ এর

মধ্যে ৩৩%। এই বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয় FAO এর ফুড সিকিউরিটি ইন্ডিকেটর থেকে।

এছাড়া শিশু ওয়েস্টিং বা ওজন সংক্রান্ত তথ্য এবং শিশুর উচ্চতা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়, WHO, UNICEF এবং বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) এর কাছ থেকে। এছাড়া এই তথ্য আরো প্রয়োজন হলে ডেমোগ্রাফিক এবং হেলথ সার্ভের থেকে তথ্যও নেওয়া হয়। এই দুটি বিষয়ে প্রত্যেকের গড় গুরুত্ব হল ১৬.৬%। এছাড়া চতুর্থ বিষয় হল পাঁচ বছরের বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার। এই তথ্য নেওয়া হয়েছে ২০১৯-এর রাষ্ট্রসংঘের ইন্টার এজেন্সি গ্রুপ ফর চাইল্ড মরটালিটি এস্টিমেশন থেকে। এর থেকেই স্পষ্ট বিশ্ব ক্ষুধা সূচক কোনো টেলিফোন মাধ্যমে ওপিনিয়ন পোল-গোত্রের বিষয় একেবারেই নয়।

তবে একটা জিনিস ভাল করে জানা দরকার। এই ক্ষুধা সূচক কোনভাবেই খেতে না পাওয়ার বিষয় নয়। এটা হল শিশুদের অপুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়। এই সমস্যার সমাধান তাই কিছুটা বেশি করে খেতে দিলেই মিটে যাবে তা নয়।

এই চারটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা

কতটা খাদ্য একজন মানুষের প্রয়োজন তার একটা মাপ হয় না। এটা একটা জায়গার বা রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে, যেমন—রাস্তা, যানবাহন এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থান যেমন কতটা মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ হয় যার ফলে অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়—তার সঙ্গে যুক্ত। পাহাড়ী মানুষের পরিশ্রম সাধারণত বেশি। অনুন্নত অঞ্চলের মানুষকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ভারতের সবচেয়ে খারাপ দিক হল এই অপুষ্টির বিষয়টি। অন্য দুটি বিষয়ে ভারতের অবস্থান প্রায় কয়েকবছর ধরে একইরকম কিম্বা একটু ভাল।

শিশুদের ওজন এবং উচ্চতা অর্জনের সমস্যা

ভারতে শিশুদের ওজন সমস্যা ১৭% যা বিশ্বে সবচেয়ে খারাপদের অন্যতম। এই অবস্থাটা কিন্তু ১৯৯৮-২০০২-এ ছিল প্রায় ১৭%। এখনও মোটামুটি একই জায়গাতেই আছে। কিন্তু শিশুদের উচ্চতার সমস্যার অনেক উন্নতি হয়েছে ১৯৯৮-২০০২ এ এটা ছিল ৫৪.২%। তা ২০১৮-২০২০ সালে কমে আসে ৩৪.৭%, অর্থাৎ ভালই উন্নতি হয়েছে।

ওজন এবং উচ্চতার সমস্যার পার্থক্য

ওজন কম হওয়ার সমস্যাটা একটু সহজে সমাধান করা যায় বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন। তুলনায় শিশুদের উচ্চতাজনিত সমস্যার সমাধান। দীর্ঘদিন সঠিক নীতি নির্ধারণ এবং তা ঠিকভাবে পালনের মধ্যদিয়েই আসতে পারে। কোন সহজ, সংক্ষিপ্ত উপায় নেই এই সমস্যা সমাধানের। ওজনের বিষয়টি অনেক সময় স্থানীয়। অর্থাৎ কোন দেশের কোন কোন রাজ্যের কিছু কিছু অংশে তা হতে পারে বেশিমাত্রায়। পুরো দেশ জুড়ে তা হয় না। তাই ঐ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমাধান পাওয়া যেতে পারে সহজেই।

তবে জানা যাচ্ছে, কোভিড ১৯ এর ফলে ভারতে শিশুদের ওজন জনিত সমস্যা বাড়তেই পারে এর একটা বড় কারণ এই কোভিড ১৯ মোকাবিলায় আই সি ডি এস কে খুব বেশি করে কাজে লাগানো হয়েছে। তাই তাদের মূল কাজের বাইরে বেড়িয়েই এইসব করতে হয়েছে। তাদের যে মূল কাজ শিশুদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা—সেই কাজে মনোনিবেশ অনেক কম হয়েছে। এই বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সরকারের নজর দেওয়া উচিত।

ক্ষুধা সূচকের নিন্দা না করে সরকারের উচিত ঠিকঠাক পদক্ষেপ নিয়ে শিশুদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা। কারণ, তারাই আগামীদিনের দেশের নাগরিক। ক্ষুধা সূচক নিয়ে ভারতকে জড়িয়ে সমালোচনা হচ্ছে যথেষ্ট। সকলেই এর খারাপ দিকটা দেখছেন। অথচ এর কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। সেটা নিয়ে কেউ কোন কথা বলছেন না। তবে ক্ষুধা সূচক নিয়ে ভারতকে জড়িয়ে যে সমালোচনা করা হচ্ছে, তারও একটা ইতিবাচক দিক আছে।

ট্রেন্ড ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড

জীবন চন্দ্র পাইন

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশছোঁয়া। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে। এই অবস্থায় পরিবারের কর্তারা সঞ্চয়ের চিন্তা ভাবনা করা তো দূরে থাক, মাসের খরচ চালাতেই হিমসিম খাচ্ছেন, তবুও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয় করাটা খুবই জরুরি। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা অনেকেই ভাবেন। কিন্তু সবদিক জেনে বুঝে কীভাবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবেন, তা নিয়ে টোটকা দিলেন জীবন চন্দ্র পাইন।

চলভাষ ঃ ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯. ৯৮৩০১৩৬১৯৮

শুভ বিজয়া প্রিয় পাঠক, বিশ্ব বাজারের সাথে একেবারেই তাল মিল না রেখে শুধু বাজার বেড়ে যাচ্ছে। Sensex 60000 ছাড়িয়ে 62000 -এর ঘরে আর Nifty 9000-এর কাছাকাছি। ভারতবর্ষের তাবড় তাবড় শেয়ার মার্কেট বিশেষজ্ঞরা বুঝে উঠতে পারছেন না, কি কারণে এর বাড়-বাড়ন্ত। অথচ শেয়ারের দামে তেমন সাজুয্য নেই। এটা আক্ষরিক অর্থে খুব ভালো sign নয়। বেঁচে থাকারও যেমন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি একবার বাজার যদি পিছলে পরে তাহলেও নীচে তল খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। খুব সাবধানে এগোতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপ খুব মেপে মেপে এগোতে হবে। না হলে যে কোনও সময় Arrest (উঁচু দামে ফেঁসে যেতে পারেন) হয়ে যেতে পারেন।

যদিও বেশ কিছু শেয়ার এই সুযোগে বেড়েছে যেমন গত বছর 'SBI' লকডাউনে ১৫০-১৭০ টাকার থেকে এখন ৫০০ টাকার দোড়গোড়ায়। তেমনি Reliance India, HCl Tech, Infosys, ICICI Bank, HDFC, HDFC Bank ইত্যাদি। আবার উল্টোদিকে আশাপ্রদভাবে বাড়তে পারেনি ITC, Yes Bank, NMDC ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে এই বাজারে এমন কিছু শেয়ার আপনাকে নিজের পছন্দের তালিকায় রাখতে হবে যা কিনা বাজার খুব পড়লেও আপনি না ভেঙে পরেন। বাজার correction -এর জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু বাজারে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে খুব বেশি correction হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বাজার যখন উপরে থাকে তখন সব পণ্ডিতরাই Sky is the Limit -এর কথা বলে। আর বাজার যখন পড়ে তখন নীচে শুধু পাতালই দেখতে থাকে। এটা একটা common চিন্তা। এর বাইরে গিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে।

বেশ কিছু শেয়ারের কথা এখানে উল্লেখ করা হবে নির্দিষ্ট দামে পরিস্থিতি হলে কিনে দ্রুত Profit Book করে বেড়িয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে অনেক নতুন নতুন পরামর্শ পাবেন। অনুসরণ করুন। ফল পাবেন।

Yes Bank : 12.10 থেকে 12.30-এর মধ্যে কিনতে পারেন। নীচে আসলে আরও নেবেন। Short term-এর জন্য রাখতে পারেন। 18 থেকে 20 টাকার মধ্যে Profit Book করতে পারেন। রেখে দিলে 35 – 40 টাকা যাবে। দীর্ঘমেয়াদেও রেখে দিলে 100 টাকা পার করবে।

LIC Housing : রেজাল্ট আগের বারের তুলনায় কম। কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই। একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly)। 350 টাকার কাছে নেবেন। Short term-এ Profit Book করতে পারেন। বাজার ভাঙলে long term-এর জন্য তুলে রেখে দিতে পারেন। Fundamental base ভালো।

J. P. Associate : 8.10 - 8.20 টাকার মধ্যে নিতে পারেন। Medium term ও long term-এর জন্য তুলে রাখতে পারেন।

Tata Steel : 1200-এর কাছে আসলে বাজার একটু Correction করলে নিতে পারেন। 1900 – 2000 টাকার target থাকবে 6 থেকে 8 মাসের ব্যবধানে।

Hapisphere Property India : Real estate কোম্পানি। নিজেদের আয়ত্তে প্রায় 20 একর Land Bank আছে। বর্তমান দাম 147–149 টাকা। 250 টাকার target -এ নেবেন 10 থেকে 12 মাসের মেয়াদে।

Sanita Oil TEC : Petroliem জাত দ্রব্যের কারবার। Lubricant-এর কাজও করে। Maharashtra Base কোম্পানি। বর্তমানে 1490 – 1500 টাকার কাছাকাছি। + 800 – 1800 টাকার কাছে high হয়েছে। 6 – 9 মাসের target -এ 2000 – 2200 টাকার কাছাকাছি পাবেন। একেবারে ঋণমুক্ত কোম্পানি (o-debt company)

Bharati Airtel : বাজার ভাঙলে 580 – 600 টাকার কাছাকাছি নেবেন। 780 – 800 টাকার কাছে 'নিকট ভবিষ্যতে' পাবেন (short term) বলে আশা করা যায়। মোটামুটি এ পর্যন্ত। আগামীতে আরও ভালো ভালো শেয়ারের খবর এ পত্রিকায় পাবেন। দেখতে থাকুন।

শীঘ্রই বাজারে ইস্যু আনতে চলেছে পে টিএম। ইস্যু সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সেরে ফেলেছে সেবি। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে যাবে পে টিএম কর্তৃপক্ষ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা

বরাহের দানে মানুষের বিরল জীবন বাঁচল

নিজস্ব প্রতিনিধি-গত অক্টোবারের ২১ তারিখ নাগাদ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। শুয়োরের কিডনি এক মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এবং তা ৬০ ঘন্টার মতো ধরে ঠিকই কাজ করেছে। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী যেমন বিস্ময় কাজ করছে অন্যদিকে আশার আলো দেখছেন অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। বিস্ময়কর ঘটনা, এই কারণে যে পশুর শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে এভাবে মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে বা কাজ করতে পারে তা কল্পনায় বহুদিন ধরে থাকলেও বাস্তবে ভাবা যায়নি। যাঁরা আশার আলো দেখছেন তাঁরা তাকিয়ে থাকছেন আগামীদিনের দিকে যেদিন এই শল্যচিকিৎসা সফল হয়ে বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে। যদি তা সম্ভব হয় তবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জোগান বাড়বে। তার জন্য অবশ্য ঠিকঠাক প্রাণীদের যোগান বাড়াতে হবে।

সাফল্যের বিষয়টি কী?

আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাঙ্গোন হেলথ (Langone Health) এক ব্রেন ডেড মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে এক শুয়োরের কিডনি ঐ মানুষটির দেহে প্রতিস্থাপিত করেছে। আর বেশ কিছুদিন ধরে তা মানুষটির শরীরে ভালই কাজ করছে। তবে ডাক্তার বাবুরা সকলেই এই বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণায় রত থাকছেন।

তবে মনে রাখা ভাল যে শুয়োরের কিডনিকে কাজে লাগানো হয়েছে সেটি কিন্তু আমরা সাধারণভাবে যে শুয়োর দেখি বা জানি তা কিন্তু নয়। এই শুয়োরটি জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়াড শুয়োর। তা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষের উপর তার শারীরিক অঙ্গ ঠিকমতো কাজ করে। অর্থাৎ বিশেষভাবে সৃষ্ঠ এবং পালিত একটি শুয়োরের কিডনিই এই কাজে নেওয়া হয়েছে। এটা তাই এমন বিষয় নয় যে আমাদের দেশে বা অন্য কোন দেশের খুব উন্নতমানের শল্য চিকিৎসকেরা কোন সাধারণ শুয়োর বা অন্য কোন প্রাণীর কোন অঙ্গ প্রয়োজনে মানুষের কোন অঙ্গের বদলে নিয়ে এসে কাজে লাগাতে পারবেন। এরজন্য প্রাণীটিকে বিশেষভাবে তৈরি এবং লালন পালন করতে হবে।

এই বিষয়ে কার নাম সর্বাগ্রে?

এই অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর এই প্রতিবেদন অনুসারে ডঃ রবার্ট মন্টগোমারি-র (Dr. Robert Montgomery) নাম সর্বাগ্রে। তাঁর নেতৃত্বেই এক চিকিৎসক গবেষক দল এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী মন্টগোমারি আশা প্রকাশ করেছেন এ সাফল্যের পর মানুষের শরীরে পশুদের অঙ্গকে কাজে লাগানোর ফলে আরো অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো যাবে। নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি জানিয়েছেন যে, এই সাফল্য তাঁদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি।

এটা তাঁদের জীবন্ত কোন মানুষের অঙ্গ নিয়ে রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপনের মতোই। তাঁরা আরো জানিয়েছেন সদ্য মৃত মানুষের কিডনি নিয়ে অন্য কোন মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপিত করেছেন অনেক। তবে ঐ বিষয়ে অনেক সময়ই কিডনি কাজ করতে সময় নেয় কয়েকদিন এমনকী কয়েক সপ্তাহ। কিন্তু নতুন ক্ষেত্রে শুয়োরের কিডনি প্রতিস্থাপনের সাথে সাথেই কাজ করতে শুরু করেছে। তবে এই সাফল্যে বিষয়টি এখনো কোন মেডিকেল জার্নালে বেরোয়নি।

কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে

শল্যচিকিৎসার এই ঘটনা বিপ্লবী নিঃসন্দেহে, তবে অনেকেই মনে করছেন সাফল্য পুরোপুরি বুঝতে এখনই সময় আসেনি। আরো কিছুদিন দেখতে হবে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য আসতে এই কাজটি নিয়ে তথ্যগুলো স্পষ্ট করে জানাতে হবে। প্রতিটি ধাপ কীভাবে এল তাও বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া এই বিষয়ে অঙ্গগুলি কতদিন কাজ করবে এটা জানাও খুব জরুরি। তাই এরজন্য অনেক সময় লাগবে। এছাড়া কেবল কি শুয়োরের অঙ্গই কাজে লাগানো যাবে না কি অন্যান্য কিছু প্রাণীর অঙ্গও কাজে লাগতে পারে তা জানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই রকম বেশ কিছু বিষয় জানা না গেলে ভবিষ্যতে বেশিদূর এগোনো যাবে না। তাছাড়া আগামীদিনে এই ধরনের প্রতিস্থাপনের খরচ কী তাও জানা জরুরি। সবদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে এইবার মানুষের প্রাণের আরো ভরসা এল। ভবিষ্যতে প্রাণীদের তৈরি এবং পালন করে বহু মানুষের জীবন বাঁচতে পারে। এবার বরাহের অঙ্গের দাম ক্রমশ চড়তে থাকবে। সঙ্গে মানুষের প্রাণের দামও বাড়তে থাকবে।

প্রিয় সম্পাদক

প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে বিকল্প চিন্তা

জলস্রোত

এ বছর কলকাতা পুরসভা হোস পাইপের মাধ্যমে গঙ্গার জল এনে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বিলম্বে হলেও কলকাতা পুরসভার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। কারণ, গঙ্গার দূষণ হয়েই চলেছে। এই দূষণ রোধ করতে বিবিধ রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসু হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায়, কলকাতা পুরসভার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রশংসার সাথে সাথে একটা অভিযোগও জানিয়ে রাখলাম। হোসপাইপ দিয়ে প্রতিমার মুখে খুব গতির সঙ্গে জল ছিটিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটা খুব মনোরম নয়। কারণ, যে প্রতিমাকে আমরা চারদিন ধরে বিভিন্ন উপাচারে পূজা অর্চনা করলাম, যার জন্য দিনরাত প্রাণপাত করে আলোকসজ্জা, প্যান্ডেলসজ্জা প্রভৃতি করা হল, তাঁকে বিসর্জনের সময় এমন নির্দয়ভাবে জল দিয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে এটা একদমই ভাবা যায় না। যারা এই বিসর্জন স্বচক্ষে দেখেছেন, তারা প্রত্যেকেই এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছেন। আমার মনে হয়, এভাবে বিসর্জন না দিয়ে, নিচ থেকে বা পাশ থেকে

হোসপাইপ দিয়ে জল না দিয়ে, ওপর থেকে জলধারার মতো ব্যবস্থা করে বিসর্জন দেওয়া হোক। বিষয়টি নিয়ে আশাকরি কলকাতা পুরসভা আগামীদিনে চিন্তাভাবনা করবেন। সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের কাছেও অনুরোধ জানাচ্ছি বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখার।

সমীর দাস।
কোন্নগর, হুগলী

ফাইবারের ঠাকুর

পুজোর পরে জলাশয়, নদী, খালবিল, পুকুর প্রভৃতিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে পরিবেশবিদরা লাগাতার প্রতিবার জানাচ্ছেন। সরকারও বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। সেইসব উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে আমার একটি বিকল্প ভাবনা রয়েছে। যদি মূর্তিগুলোকে ফাইবার দিয়ে বানানো যায়, তবে ভাল হয়। পুজোর পরে এই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার পরেও জল থেকে অনায়াসে মূর্তিগুলো তুলে নেওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে তা রিসাইক্লিং করা যেতে পারে, আবার সংরক্ষণও করা যেতে পারে। প্রয়োজনে পরের বছর সেই মূর্তিকে নতুন রূপসজ্জায় ফের পুজো করা সম্ভব। আসল কথা হল, পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। অবশ্য অর্থনৈতিক দিকটাও ভাবতে হবে।

রেবা মিত্র, ব্যারাকপুর

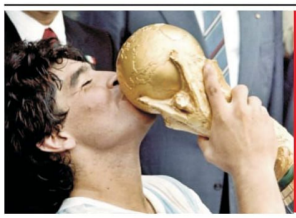

স্টেডিয়াম

আই পি এল জিতল চেন্নাই সুপার কিংস

চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিয়ে জয়োল্লাস আই পি এল ক্রিকেটারদের

সংযুক্ত আরব আমীরশাহী-চ্যালেঞ্জ নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারল না কলকাতা নাইট রাইডার্স। আই পি এল ফাইনালে ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হার মানতে হল। এবারের আই পি এল ফাইনালে সি এস কে ১৯৩ রানের একটা ইনিংস কে কে আরের সামনে রাখে। শুরুটা ঠিকভাবে হলেও শেষ অর্ধটা ডুবিয়ে দিয়েছে কে কে আর। অন্যদিকে ফাইনালে রাসেলকে না খেলানোর জন্য কে কে আরের দিকে সমর্থকরা বেশ কড়া সমালোচনা ছুঁড়ে দিয়েছে। অবশ্য রাসেল খেললেও খেলার ফল কে কে আরের দিকে যেত বলে মনে করছেন না ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম হার

টি টোয়েন্টি খেলার শেষে কোহালি জড়িয়ে ধরলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার রিজওয়ানকে

দুবাই-টি ২১ বিশ্বকাপে ২৪ অক্টোবর ১০ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেল পাকিস্তান। এভাবে হারার দল ভারত নয়। দুই ইনিংসের প্রথম ছ'ওভারেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। টসে জিতে পাকিস্তান ফিল্ডিং নেয়। ভারতের ব্যাটিংয়ের শুরুতেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে শাহিন শাহ আফ্রিদি। ওর স্যুইং খেলার ক্ষমতা বিশ্বে কোনও ব্যাটারের নেই। প্রথম ছ'ওভারের মধ্যে ফিরে গিয়েছেন রোহিত শর্মা, কে এল রাহুল এবং সূর্যকুমার যাদব। এখানেই শেষ হয়ে যায় ভারতের জেতার স্বপ্ন। অধিনায়ক বিরাট কোহালি ৪৯ বলে ৫৭ করলেও, লাভ কিছুই হয়নি। রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান প্রথম ছ'ওভারে বিনা উইকেটে ৪৩ রান করে। ওখানেই তৈরি হয়ে গেছে জেতার ভিত। বাবর-রিজওয়ান জুটি দেখিয়ে দিল ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হয়। অসাধারণ ফিল্ডিং করেছে পাকিস্তান। এই হারের ফলে চাপ বাড়ল ভারতের কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে ভারতের।

ক্যাম্ফারের উত্থান

সৌদি আরব-চার ওভারে চার উইকেট বললে ভুল হবে। একই ওভারে পরপর চার বলে চার উইকেট। ব্যাট

কার্টিসকে নিয়ে সতীর্থরা

করতে নেমে অপরাজিত সাত রান। জোহানেসবার্গ-জাত আয়ারল্যান্ডের সিম বোলিং অল রাউন্ডার কার্টিস ক্যাম্ফারের অসাধারণ খেলার সৌজন্যে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে সাত উইকেটে জিতল আয়ারল্যান্ড। এর আগে চার বলে চার উইকেট পেয়েছিলেন রশিদ খান।

ডেলিভারি বয়

সৌদি আরব-১৭ অক্টোবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২৮ বলে ৪৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস সহ দুটি উইকেট নেওয়ার পর স্কটদের অধিনায়ক কাইল কোয়েটজার

ক্রিস গ্রিভস

বললেন, 'গ্রিভসের সাফল্যে আমি খুশি। কয়েকদিন আগেই ডেলিভারি বয় হিসেবে ঘরে ঘরে জিনিস পৌঁছে দিত ও।' গ্রিভসের এই উন্নতির ফলে স্কটল্যান্ডের সকলে খুশি।

কোচ হয়ে আসছেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতীয় দলের পরবর্তী কোচ হিসেবে প্রায় নিশ্চিত রাহুল দ্রাবিড়। বর্তমান হেড কোচ রবি শাস্ত্রীর মেয়াদ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর শেষ হচ্ছে। ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি এবং সচিব জয় শাহ ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন দ্রাবিড়ের সঙ্গে। বিশস্ত সূত্রের খবর, দ্রাবিড় হেড কোচের দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছেন। শাস্ত্রীর পরে বরাবরই দ্রাবিড় ছিলেন প্রথম পছন্দের তালিকায়। অনেকেই মনে করছেন, বিদেশের মাঠে সঠিক টেকনিকের

অভাবে ভুগছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তাই দ্রাবিড়ের প্রয়োজন এখানে সবচেয়ে বেশি। উপকৃত হবেন কোহালি, পুজারা সহ আরও অনেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে দ্রাবিড় পাঠশালার শৃঙ্খলা। ভারতে ২০২৩ সালে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ হবে। সেই সময় পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেটেই হেড কোচ হবেন দ্রাবিড়। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন কোহালি। সেই জায়গায় সম্ভবত আসবেন রোহিত শর্মা। নতুন কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে দুই অধিনায়ককেই সামলাতে হবে। ক্রিকেট মহল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে দ্রাবিড় কোহালির কেমিস্ট্রির দিকে। গত কয়েকবছর ধরেই ভারতীয় যুব দলের দায়িত্বে রয়েছেন দ্রাবিড়। বিজ্ঞাপন দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কোচ এবং সহকারীদের নাম চূড়ান্ত করতে হবে। যদিও সেটা নিছকই একটা প্রক্রিয়া। এখন রাহুল দ্রাবিড়ের আগমন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এক নম্বরে পয়স

নয়াদিল্লি-ভারতীয় টেবল টেনিসের সুখবর। পয়স জৈন, অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বিভাগের র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে উঠে এলেন। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে অনূর্ধ্ব ২১ বিভাগ র‍্যাঙ্কিং তালিকায় বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মানব ঠক্কর। চলতি মরসুমে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে তিনটি খেতাব এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ জয়ের পরই তাঁর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নাম ওঠে।

মোমের কোহালি

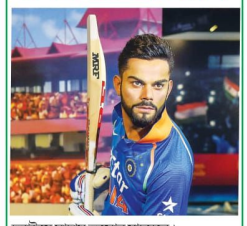

দুবাইয়ে মাদাম তুসোর যাদুঘরে।

সাফ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত

জয়ের পর মাঠে ভারতের খেলোয়াড়রা

মলদ্বীপ-নেপালকে হারিয়ে মলদ্বীপে অস্টমবার ট্রফি জিতল ভারত। এবার নিয়ে মোট ৮ বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। জাতীয় দলের হয়ে ৮০ তম গোল করে মেসিকে ছুঁয়ে ফেললেন সুনীল ছেত্রী। ম্যাচে খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হাজার খানেক ভারতীয় সমর্থক মাঠে ঢুকে পড়েন। এই ম্যাচে নেপালকে ৩-০ গোল পরাস্ত করেছে ভারত। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। প্রথম গোলটি দেন সুনীল ছেত্রী। দ্বিতীয় গোলটি করেন সুরেশ এবং তৃতীয় গোলটি করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। এদিন ম্যাচের নায়ক ছিলেন সুনীল ছেত্রী।

ম্যান ইউর ত্রাতা রোনাল্ডো

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড-চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফের ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গেল রোনাল্ডোকে। সবসময়ই চাপে ছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। যাবতীয় উদ্বেগ আর আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে উদ্ধারকর্তা হিসেবে এগিয়ে এলেন রোনাল্ডো। ইটালির ক্লাব আটলান্টার বিরুদ্ধে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটল ম্যান ইউর। খেলা শেষ হওয়ার ৯ মিনিট আগে জয়ের গোলটি করেন রোনাল্ডো। আটলান্টার বিরুদ্ধে দীর্ঘক্ষণ ০-২ তে পিছিয়ে ছিল ম্যান ইউ। আটলান্টা মারিয়ো পাসালিচ এবং মেরিহ ডেমিরাল গোল করে এগিয়ে যায়। খেলা ৫৩ মিনিটে ম্যান ইউর মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ১-২ করেন। এরপর এডিসন কাভানি খেলায় সমতা ফেরান। এরপর দুর্দান্ত হেডে জয়সূচক গোলটি করেন ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো।

লঙ্কার দাপটে হতাশ ডাচরা

শারজা-টি টোয়েন্টি ম্যাচে ২২ অক্টোবর মাত্র ৪৪ রানে শেষ হয়ে গেল নেদারল্যান্ডের ইনিংস। ২০১৪ সালে ৩৯ রানে অল আউট হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। সে বার প্রতিপক্ষ ছিল শ্রী লঙ্কা এবারও তাই। ৪৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৭-১ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়সূচক রান তুলে নেয় শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা। এই গ্রুপে আয়ারল্যান্ড ও নামিবিয়ার ম্যাচে জিতেছে নামিবিয়া। আয়ারল্যান্ডও ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছে।

দুর্দান্ত ঃ কুড়িটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সুইস তারকা রজার ফেডেরারের নামে বাসেলে একটি ট্রাম উদ্বোধন করে মহাতারকাকে সম্মান জানানো হল। গণমাধ্যমে ফেডেরার লিখেছেন, 'ফেড এক্সপ্রেসে উঠে পড়েছি। ছোট বয়সে এভাবেই অনুশীলনে যেতাম। এই সম্মানের জন্য অনেক ধন্যবাদ'।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সেরাম শারদ সম্মান ২০২১-এর কিছু খণ্ড চিত্র

সেরাম শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে কলকাতা পূর্বে স্বল্পব্যয়ে সেরা পুজোর পুরস্কার প্রাপক দমদম পার্ক সার্বজনীন-এর কর্মকর্তাদের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বলিউড শিল্পী আসরানী সহ সংগঠনের সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিজস্ব চিত্র

কলকাতা পশ্চিমে সেরা ভাবনা বিভাগে জয়ী আলিপুর ৭৮ পল্লী নিজস্ব চিত্র

কলকাতা উত্তরে সেরা ভাবনায় পুজোর সম্মান পেল সিকদার বাগান সাধারণ দুর্গোৎসব নিজস্ব চিত্র

কলকাতা দক্ষিণে স্বল্প ব্যয়ে সেরা সমাজবন্ধুর সম্মান পেল গল্ফগ্রীন শারদোৎসব কমিটি। নিজস্ব চিত্র

হাওড়াতে সেরা সমাজ বন্ধুর পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে ইছাপুর মিতালি সংঘের কর্মকর্তাদের হাতে নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বর্বিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) আশীষ ব্যানার্জি, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) দেব পাল, ৪৪) রীতেশ ঘোষ, ৪৫) অমিতাভ সিনহা, ৪৬) মৌমিতা ঘোষ, ৪৭) শুভময় কুণ্ডু, ৪৮) রেশমি নায়েক, ৪৯) স্বপন দে, ৫০) চিত্রা শীল, ৫১) আবীর চ্যাটার্জি, ৫২) মীনাক্ষী পাল, ৫৩) সঞ্জয় সাহা, ৫৪) রেবা রায়, ৫৫) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৬) ইরা দত্ত, ৫৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৫৮) শেখ নাজিবুল রহমান, ৫৯) তৃষ্ণা বসু, ৬০) গৌতম শীল, ৬১) শ্যামল মুখার্জি, ৬২) কমল মাইতি, ৬৩) সুব্রত সাহা, ৬৪) সুব্রত ঘোষ, ৬৫) সোনালি বিশ্বাস, ৬৬) শিল্পী মুখার্জি, ৬৭) জয়ন্ত রায়, ৬৮) অভিষেক পাল, ৬৯) শ্যামল মণ্ডল, ৭০) মোনালিসা হালদার, ৭১) সাগরিকা সরকার, ৭২) ঝর্ণা সাহা, ৭৩) সাথী দাস।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.